

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা



সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা নং

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী	০১
মুজিব বর্ষে পবিসের লক্ষ্য	০২
এক নজরে তথ্যাবলী	০৩
সভাপতির প্রতিবেদন	০৪
কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন	০৫-০৬
গ্রাফ চিত্রে সমিতির অগ্রগতি	০৭-০৮
আলোক চিত্রে পবিস-এর কার্যক্রম	০৯-১২
সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি ও অভিযোগ কেন্দ্রের মোবাইল নং	১৩
সমিতি বোর্ড পরিচিতি	১৪
নির্বাহী কর্মকর্তাগণের পরিচিতি	১৫
জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন	১৬



বিদ্যুৎ খাতের কর্মপন্থা উদ্ভাবন এবং বার্ষিক সম্মেলন ২০১৯ অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি মহোদয়ের সহিত বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাপবিবোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ) মহোদয় সহ অন্যান্য উদ্বৃত্তন কর্মকর্তাগণের স্থির চিত্র।

সম্পাদনায়:
মো. আব্দুল হাফিজ
এজিএম (প্রশাসন)
ও
মো. মুসা রহমান
এজিএম (এমএস)

সার্বিক নির্দেশনায়:
মো. আবু হানিফ মিয়া
জেনারেল ম্যানেজার



চেয়ারম্যান এর বাণী

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম”

০১। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে “নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন” মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহে গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন, “বিদ্যুৎ ছাড়া কোন কাজ নেই না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। ... গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না (দৈনিক ইত্তেফাক, ১১/০৭/১৯৭৫)।” জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের প্রায় ৯৫ শতাংশ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিসসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৭,১০০ মেগা ওয়্যাট, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৫৫ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ২০০০ কোটি টাকা। ১৯৭৮-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্মিত বিদ্যুতায়িত লাইন ২ লক্ষ ১৭ হাজার কিঃ মিঃ হতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার কিঃ মিঃ অর্থাৎ বর্তমান সরকারের বিগত ১১ বছরে প্রায় ২ লক্ষ ৬৯ হাজার কিঃ মিঃ নতুন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এই মেয়াদে গ্রাহক সংখ্যা ৭৪ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ৮২ লক্ষে উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ বিগত ১১ বছরে বিভিন্ন শ্রেণির ২ কোটি ৮ লক্ষ নতুন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার শিল্প সংযোগ ও ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার সেচ সংযোগ রয়েছে। একই সময়ে ৫৬৩ টি নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ করে উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১০৬০ টিতে উন্নীতকরণসহ উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা ৪,৬৫০ এমভিএ হতে ৮,৫৯৫ এমভিএ বৃদ্ধি করে ১৩,২৪৫ এমভিএ-তে উন্নীত করা হয়েছে। এই সময়ে সিস্টেম লস ১৮% থেকে হ্রাস পেয়ে ৮.২৭% এ দাঁড়িয়েছে।

০৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইতোমধ্যে ২৫৭ টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করা হয়েছে এবং আরো ১৫৩টি উপজেলা উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাভুক্ত ৪৬১টি উপজেলার মধ্যে ৪১০টি উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৫১টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৬০ হাজার কিঃ মিঃ লাইন এবং ২৭১ টি উপকেন্দ্র নির্মাণ/আপগ্রেডেশন করে প্রায় ২৫ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৭১,৩২৬ কিঃ মিঃ লাইন এবং ১৭৯ টি (১২৪টি নতুন ও ৫৫টি আপগ্রেডেশন) উপকেন্দ্র নির্মাণ করে ১,৮২০ এমভিএ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট ৩৩,০৯,৪৮৫ জন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

০৪। “শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” এই মহতি স্বপ্ন বাস্তবায়ন প্রায় দারপ্রাপ্ত। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ “আলোর ফেরিওয়ালা” হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। এতে গ্রাহক ভোগান্তি হ্রাস পাচ্ছে। আবেদনের ০৭ দিনের মধ্যে আবাসিক গ্রাহক এবং ২৮ দিনের মধ্যে শিল্প গ্রাহকদের সংযোগ দেওয়ার নীতিমালা বাস্তবায়ন করার ফলে প্রতিমাসে ০৩ লক্ষাধিক নতুন গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে কেবলমাত্র বাপবিবো-কর্তৃক ২ কোটি ৮২ লক্ষ (প্রায় ৮০ শতাংশ) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। “মুজিব বর্ষে” বাপবিবো-এর ভৌগলিক এলাকার ১০০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করবে যার মাধ্যমে আমাদের মহান সংবিধানের ১৬ তম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত “রাষ্ট্রের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হবে”।

০৫। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতঃ এ কালজয়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক “উঠান বৈঠক” কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়ে তাদের অভিযোগ এবং সমস্যা সমূহ তাত্ক্ষণিকভাবে সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, যা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে/হচ্ছে।

০৬। বিদ্যুৎ উন্নয়নের চালিকাশক্তি। গ্রাম বাংলায় অবস্থিত দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য বিদ্যুৎ সরাসরি ভূমিকা রাখছে। আবাসিক/শিল্প/বাণিজ্যিক/সিআই এর ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৫০ কি.ও. পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষতঃ মহিলাদের আয়ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছার কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার “আমার গ্রাম আমার শহর” বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৭। ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় গ্রাহকের সুবিধার্থে অন-লাইনে সংযোগ প্রদান, বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর, বিকাশ, রকেট, টেলিটক, সিউর ক্যাশ, এম ক্যাশ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহকগণ নিজ ঘরে বসে অথবা নিকটবর্তী এজেন্ট ব্যাংক ও রিচার্জ পয়েন্ট থেকে সহজে বিল পরিশোধ করতে পারছেন। এছাড়াও প্রায় ১১ লক্ষ গ্রাহককে প্রি-পেমেন্ট মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা দেয়া হচ্ছে যার মধ্যে ৭৫% গ্রাহক অনলাইন এর মাধ্যমে রিচার্জ করে থাকেন। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমানে ৪,৭৪৩টি ব্যাংক শাখা ছাড়াও ১০৪১টি এজেন্ট পয়েন্ট, ৩৮৬টি ইউডিসি ও ০৬টি প্রতিষ্ঠানের মোবাইল/অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি এর মাধ্যমে বিল আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিমাসে প্রায় ১০০% গ্রাহককে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হচ্ছে। এছাড়াও স্বচ্ছতার স্বার্থে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের ত্রুটি প্রক্রিয়া c-GP এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

০৮। ইজিবাইক ও ব্যাটারি চালিত রিক্সার ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য ১৪টি সোলার চার্জিং স্টেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫টি উপজেলা সদরের প্রত্যেকটিতে ৩০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার গ্রান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ৪০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ২০০০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। ১৭৩টি নেট মিটারিং ও ২২৫৬টি গ্রীড চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

০৯। মায়ানমার হতে বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলাধীন বিভিন্ন স্থাপনায় সংযোগ প্রদানের কারণে ১১ লক্ষ রোহিঙ্গার জীবনমান সহজতর হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে ১১,৮৮২ পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত “আশ্রয়ণ প্রকল্পের” আওতায় ৯১৯টি প্রকল্প গ্রামে ১৯,৪৭৮টি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। গরীব, দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য স্থাপিত প্রায় ১৩০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের সবগুলোই বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ফলে গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর কর্মকর্তাদের মাধ্যমে “জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন কর পরিশোধকারী ২০১৩-২০১৪” সম্মাননা পুরস্কার, “দ্রুত বিদ্যুৎ সেবা ও সংযোগ” প্রদানকারী হিসেবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সঞ্চায়-২০১৬ এ সেরা সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী শতভাগ বাস্তবায়ন করায় “সেরা প্রতিষ্ঠান” হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রথম স্বীকৃতি পুরস্কার অর্জন করে। ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়নে ১০০% নম্বর অর্জন করে বিদ্যুৎ বিভাগের সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সংস্থার কাজের গুণগতমানের উন্নতির স্বীকৃতিস্বরূপ IMS (ISO-9001-2015, ISO-14001-2015, ISO-4500-2018) Certificate অর্জন করে, যা বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনন্য। এছাড়াও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন ৮০টি সমিতি ISO 9001 Certificate অর্জন করে। ২০২০ সালের মধ্যে বাপবিবো এবং ৮০টি সমিতিতে “পেপারলেস অফিস” বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

১১। আমি অবহিত হয়েছি যে, সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ বিগত ২৭/০৮/১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। জানুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪,৭৮০ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ করে মোট ১,৮০,৬০২ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বৎসরসমূহে খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয় মূল্যের হার বেশী হওয়ায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/পচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলায় লক্ষ্যে সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে ৬৪৫ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ, ০২টি ১০ এমভিএ এর নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ০২টি ১০ এমভিএ উপকেন্দ্রকে ২০ এমভিএ উপকেন্দ্রে উন্নীত করণের মাধ্যমে মোট ৪০ এমভিএ ক্ষমতা বৃদ্ধি পূর্বক ২১,৯২৬ জন নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

১২। আজকে সমিতির ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বস্তরের গ্রাহক সদস্যদের উন্নত সেবা প্রদান, গ্রাহকদের সমস্যার সমাধান এবং অধিক সংখ্যক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করার চেতনায় সকলের সম্মতি দীপ্ত অঙ্গীকার ঘোষিত হবে এ কামনা করছি। গ্রাহক সদস্যগণকে আহবান জানাচ্ছি যেন সমিতির উত্তরোত্তর উন্নয়নে স্ব-স্ব ক্ষেত্র থেকে তারা সর্বদা সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখেন।

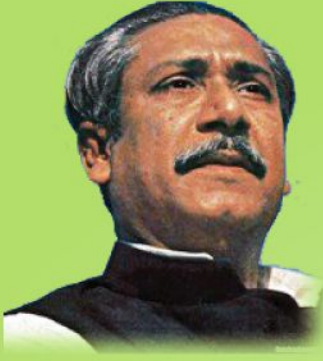
১৩। আমি সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার সর্বাসীন সাফল্য এবং সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহ তায়ালায় রহমত কামনা করছি। সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে একাবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন তৈরী ও মেরামতের সময় নিজে ও ছেলে-মেয়েদের নিরাপদ দূরত্বে রাখবেন।



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী- “মুজিব বর্ষ” উপলক্ষ্যে পবিস-এর লক্ষ্য :

১. “মুজিব বর্ষ-পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ” হিসেবে পালন
২. জনগণের শতভাগ বিদ্যুৎ পাওয়া নিশ্চিত করা
৩. গ্রাহক হয়রানি নিরসনে “আলোর ফেরিওয়ালা” কর্মসূচী অব্যাহত রাখা
৪. গ্রাহক সেবায় পল্লী বিদ্যুতের “উঠান বৈঠক” জোরদার করা
৫. “আমার গ্রাম-আমার শহর” বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা
৬. “দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স” নীতি জোরদার করা
৭. “ডিজিটাল বাংলাদেশ” বিনির্মাণে “পেপারলেস অফিস” চালু করা
৮. “তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি” অর্জনে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা
৯. কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা
১০. পরিবেশ বান্ধব ২০০০ সোলার সেচ পাম্প স্থাপন।



বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
ও
সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

দরবস্ত, জৈন্তাপুর, সিলেট।

এক নজরে তথ্যাবলী (জানুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত)

০১। সমিতি নিবন্ধিকরণের তারিখ	ঃ ০৬-০৫-১৯৯৮ খ্রিঃ।
০২। বিদ্যুতায়নের তারিখ	ঃ ২৭-০৮-১৯৯৯ খ্রিঃ।
০৩। আয়তন	ঃ ১৮১৩ বর্গ কিঃ মিঃ।
০৪। অর্ন্তভুক্ত উপজেলা সমূহ	ঃ ৭টি (সিলেট সদর, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, কোম্পানীগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক ও দোয়ারা বাজার উপজেলার (আংশিক)
০৫। অর্ন্তভুক্ত ইউনিয়ন ও পৌরসভা	ঃ ৪১ টি।
০৬। অর্ন্তভুক্ত গ্রাম	ঃ ১২১৪ টি।
০৭। বিদ্যুতায়িত গ্রাম	ঃ ১২১০ টি।
০৮। এলাকা পরিচালক	ঃ ০৮ জন।
০৯। মহিলা পরিচালক	ঃ ০৩ জন।
১০। সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ ২৪৯ জন।
১১। জোনাল অফিস	ঃ ০২ টি, (কানাইঘাট, কোম্পানীগঞ্জ)।
১২। সাব-জোনাল অফিস	ঃ ০২ টি, (গোয়াইনঘাট ও শিবের বাজার)।
১৩। অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০৮টি (সড়কের বাজার, মমতাজগঞ্জ বাজার, গাছবাড়ী, সালুটিকর, ইছাকলস, বিনাকান্দি, ছনবাড়ী ও হাদার পাড়)
১৪। বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র	ঃ ০৬ টি (দরবস্ত, গোয়াইনঘাট, সিলেট সদর (বাদাঘাট), ও জিংগাবাড়ী প্রতিটি ১০ এমভিএ করে, কানাইঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ, প্রতিটি ২০ এমভিএ করে)।
১৫। নির্মিত লাইনের পরিমাণ	ঃ ৪৭৮০ কিঃ মিঃ।
১৬। বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ	ঃ ৪৬৮২ কিঃ মিঃ।
১৭। সংযোগ কৃত গ্রাহক	ঃ
ক) আবাসিক	ঃ ১,৬৫,০২৫ টি
খ) বাণিজ্যিক	ঃ ১১,০২৭ টি
গ) শিল্প	ঃ ১১২৪ টি
ঘ) সেচ	ঃ ২৮৫ টি
ঙ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান	ঃ ৩০৮৩ টি
চ) রাস্তারবাতি	ঃ ৫৮ টি
মোট = ১,৮০,৬০২ টি	
১৮। বিদ্যুৎ ক্রয়	ঃ ৮,৯৫,৪৩,২৮৬ কিঃ ওঃ ঘঃ।
১৯। বিদ্যুৎ বিক্রয়	ঃ ৭,৯৩,২২,০৭৪ কিঃ ওঃ ঘঃ।
২০। সিস্টেম লস	ঃ ক) সাব স্টেশন মিটার ৯.৫২% ঃ খ) বিলিং মিটার ১১.৪১%
২১। বিলকৃত অর্থ	ঃ ৪৬,৬৪,৯৮,৬৬১ টাকা।
২২। আদায়কৃত অর্থ	ঃ ৪৩,৩০,৪৩,২৪১ টাকা।
২৩। বিল আদায়ের হার	ঃ ৯২.৮৩%
২৪। বকেয়া মাস	ঃ ১.৭১ মাস।
২৫। সরকারি পাওনা ব্যতীত	ঃ ১.৭০ মাস।
২৬। মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিক্রয়	ঃ ৬,৯১,৫৫,৪৯৪ টাকা।



সভাপতির প্রতিবেদন

“বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম”

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত গ্রাহক সদস্য, পরিচালকমন্ডলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড থেকে আগত পরিচালকসহ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি, সাংবাদিক ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ “আসসালামু আলাইকুম/আদাব”। আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্তপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী “জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে” এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহীদদের। চৈত্র খরতাপ রুদ্রের এই শুভ সকালে শত কর্মব্যস্ততার মাঝে সমিতির এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমিতি বোর্ডের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিনের নিকট প্রণাম ও আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ :

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। জাতীয় অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন সহ ডিজিটাল বাংলাদেশ ও একটি গ্রাম একটি শহর গড়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় অত্র পবিস কর্তৃক জানুয়ারী ২০২০ইং পর্যন্ত ৪৭৮০.০০ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ১২১০টি গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণির ১,৮০,৬০২ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যারা এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ পাননি বা যে সকল গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছে নাই সে সকল এলাকায় সংযোগ প্রত্যাশীগণকে অতিসন্তর সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। সমিতির সকল এলাকায় সরকারী খরচে বিদ্যুৎ লাইন তৈরীর কাজ ইতিমধ্যেই শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এর ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২০২০ সালের ৩০ জুনের মধ্যে পবিসের সকল এলাকা বিদ্যুতের আওতাভুক্ত করা হবে। সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ভৌগোলিক এলাকা হচ্ছে সিলেট সদর উপজেলা, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ এবং ছাতক উপজেলা (আংশিক) ও দোয়ারা বাজার উপজেলা (আংশিক)। এরই মধ্যে সিলেট সদর ও জৈন্তাপুর এবং ছাতক উপজেলা (আংশিক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শতভাগ বিদ্যুতায়ন শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট উপজেলা সমূহ উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ :

উত্তম গ্রাহক সেবা এবং নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। তার জন্য সমিতির নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ, ৩৩ কেভি এবং ১১ কেভি লাইন নির্মাণ সহ সকল পর্যায়ে সিস্টেম আপগ্রেডেশন কাজ চলমান আছে। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে কানাইঘাট-২ (ঝিঙ্গাবাড়ী) ও কোম্পানীগঞ্জ-২ (পাড়ুয়া) ১০ এমভিএ করে ০২টি (দুই) উপকেন্দ্র এবং ৬৪৫.০০ কিঃমিঃ লাইন তৈরী হয়েছে। চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে ৬৪৫ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ, ০২টি ১০ এমভিএ এর নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ০২টি ১০ এমভিএ উপকেন্দ্রকে ২০ এমভিএ উপকেন্দ্রে উন্নীত করণের মাধ্যমে মোট ৪০ এমভিএ ক্ষমতা বৃদ্ধি পূর্বক ২১,৯২৬ জন নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে গোয়াইনঘাট-২ (গোল্ডেন হার্টেস্ট), ১০এমভিএ ০১টি (একটি) উপকেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ :

আপনাদেরকে সমিতির বিতরণ লাইন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বৃক্ষ রোপন ও বাড়ী ঘর নির্মাণের অনুরোধ জানাচ্ছি। সমিতির বিতরণ লাইনের সাথে গাছের সংস্পর্শে বিদ্যুৎ অপচয় হয়, রাইট অব-ওয়ে সমস্যা বৃদ্ধি পায় ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট সহ দুর্ঘটনা ঘটায়। ঝড় বৃষ্টির দিনে বিদ্যুৎ লাইনের উপর গাছের ডাল পড়ে তার ছিঁড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই বিদ্যুৎ লাইনের উপরে গাছের ডাল কাটা অর্থাৎ বিদ্যুৎ লাইন নিরাপদে রাখার বিষয়ে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহযোগিতা প্রদানে গ্রাহক সদস্যগণকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ :

সমিতি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে নগদ মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় করে গ্রাহকদের সরবরাহ করে থাকে। বিদ্যুৎ বিলই সমিতির একমাত্র আয়ের উৎস। গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকার কারণে সমিতি সঠিকভাবে পরিচালনা সহ উত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণে বিঘ্ন ঘটে। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বর্তমানে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর গ্রাহকের নিকট পাওনা বিদ্যুৎ বিলের বকেয়ার পরিমাণ ৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। অনেক গ্রাহককে সমিতির পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধের পরও বকেয়া বিল পরিশোধ করেন না। অথচ কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলে আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন কষ্টকর হয়ে পড়ে। বকেয়া পাওনা আদায়ে গ্রাহক প্রান্তে সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ গমন করলে অনেক সময় সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সূত্রপাত কোনক্রমে গ্রহণযোগ্য নয়। নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতির উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে শরীক হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, উপস্থিত সকল সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আজকের এই বার্ষিক সাধারণ সভাকে অত্যন্ত সুন্দর ও সঠিকভাবে পরিচালনায় সহায়তা করায় সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে অত্র সমিতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও গৌরব অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ কামনা করছি। খোদা হাফেজ।

(Signature)

জনাব মো. মুদছির আহমদ

সভাপতি, সমিতি বোর্ড

সিলেট পবিস-২

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন



সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার সম্মানিত সভাপতি, সমিতি বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সম্মানিত অতিথি, গ্রাহক সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ, “আসসালামু আলাইকুম”। “লাভ নয়, লোকসান নয়” এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সমিতির মোট গ্রাহক সংখ্যার ৯১.০০% আবাসিক গ্রাহক। আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ৯২.০০% গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ ক্রয় মূল্য অপেক্ষা ০.৭০ টাকা ইউনিট প্রতি কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়। যার ফলে বিগত ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর মাধ্যমে ২৫.৩৮ কোটি টাকা ক্রস সাবসিডি পাওয়ার পরও ৩.০৫ কোটি টাকা নিট লোকসান হয়েছে। যা গড়ে ইউনিট প্রতি ক্ষতি ০.৫০ টাকা। সমিতির বিপুল অংকের বকেয়া বিল আদায় এবং বিদ্যুৎ চুরি রোধ করে এ ক্ষতি কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব। এ অবস্থায় সম্মানিত গ্রাহক সাধারণকে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ মাঠ পর্যায়ে সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৈনন্দিন কাজে সহায়তার আহবান জানিয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণী উপস্থাপন করছি।

ক্রঃ নং	আয়-ব্যয়ের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
০১	বিদ্যুৎ বিক্রয়	৬৬,৯৮,৯৩,৫০৬.০০
০২	অন্যান্য পরিচালনা আয়	২,৫৭,১৬,২৫৬.০০
০৩	মোট পরিচালনা আয় (১+২)	৬৯,৫৬,০৯,৭৬২.০০
০৪	বিদ্যুৎ ক্রয়	৩০,৪৩,৬০,০৪৫.০০
০৫	বিতরণ খরচ- পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	৭,৫৯,২২,৪৪৯.০০
০৬	গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় খাতে খরচ	৫,১৬,২৩,৯৫৪.০০
০৭	প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ	১০,৯৪,০৭,৮৬৮.০০
০৮	মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (৪ হইতে ৭ পর্যন্ত)	৫৪,১৩,১৪,৩১৬.০০
০৯	অবচয় ও অবমোচন খরচ	১৩,১৩,৫৮,০৩৪.০০
১০	কর খাতে খরচ	৩২,০৩,৫৮৩.০০
১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ	৭,৩৬,১১৬২৯.০০
১২	বিদ্যুৎ সার্ভিসের মোট খরচ (৮ হইতে ১১ পর্যন্ত)	৭৪,৯৪,৮৭,৫৬২.০০
১৩	পরিচালন উদ্ধৃত (৩-১২) ক্ষতি	(৫,৩৮,৭৭,৮০০.০০)
১৪	অপরিচালন আয় (সুদ)	২,২৫,১৩,৩১০.০০
১৫	অপরিচালন আয় (অন্যান্য)	৮,৩৭,২৩৫.০০
১৬	নীট উদ্ধৃত (১৩ হইতে ১৬ পর্যন্ত) ক্ষতি	(৩,০৫,২৭,২৫৫.০০)

ব্যালেন্স শীট

(৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	সম্পত্তি ও বিবিধ পাওনা সমূহ	টাকার পরিমাণ	ক্রঃ নং	দায় ও বিবিধ দেনা সমূহ	টাকার পরিমাণ
সম্পত্তি ও বিবিধ পাওনা			ইকুইটি ও মার্জিন		
০১	চালু প্লান্ট	৩০৭,৪১,৬২,১২১.০০	২৮	সদস্য ফি (ইস্যুকৃত)	৮,২৮,৬২০.০০
০২	ক্রমপুঞ্জিত অবচয় সংরক্ষণ	৮৫,৭৬,৮২,০৮১.০০	২৯	সদস্য ফি (ইস্যুকৃত নহে)	৫৬,২৯,৭৭৯.০০
০৩	নীট উপযোগী প্লান্ট (১-২)	২২১,৬৪,৮০,০৪০.০০	৩০	পরিচালন মার্জিন (পূর্ববর্তী বৎসরের)	(৮১,৭৮,২৯,৫০৩.০০)
০৪	নির্মাণাধীন প্লান্ট	১১১,২০,২৪,৩৭৩.০০	৩১	পরিচালন মার্জিন (চলতি বৎসরের)	(৫,৩৮,৭৭,৮০০.০০)
০৫	মোট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট (৩+৪)	৩৩২,৮৫,০৪,৪১৩.০০	৩২	পরিচালন মার্জিন (সরকারী ভর্তুকী)	৪,১৭,০৩,২৩৯.০০
বিনিয়োগ			৩৩	অপরিচালন মার্জিন (পূর্ববর্তী বৎসরের)	১৭,৭৭,৭৩,৩৮০.০০
০৬	ডোনেশন রিজার্ভ ফান্ড	১,১৮,৮৭,৩৬০.০০	৩৪	অপরিচালন মার্জিন (চলতি বৎসরের)	২,৩৩,৫০,৫৪৫.০০
০৭	পুনঃ স্থাপন সংরক্ষণ তহবিল	১৩,৯২,২৪,৮৬২.০০	৩৫	ডোনেটেড ক্যাপিটাল এবং ক্যাপিটাল গেইন	১,২১,০০,৩০১.০০
০৮	অন্যান্য বিশেষ তহবিল	৫১,৪৪,৬৯,৬৩৮.০০	৩৬	মোট ইকুইটি ও মার্জিন (২৮ হতে ৩৫)	(৬১,০৩,২১,৪৩৯.০০)
০৯	মোট বিনিয়োগ (৬ হতে ৮)	৬৬,৫৫,৮১,৮৬০.০০			
চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি			দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ		
১০	নগদ তহবিল	২৬,৫৩,৪৭,৯১৬.০০	৩৭	বাপবিবোর্ড ঋণ নগদ	৯০,০০,০০০.০০
১১	খুচরা নগদ তহবিল	১,০০,০০০.০০	৩৮	বাপবিবোর্ড ঋণ (মালামাল)	৪০৫,৭৬,৫৪,৭৯৫.০০
১২	অস্থায়ী বিনিয়োগ	৫,১১,০০,৬২৫.০০	৩৯	বাপবিবোর্ড ঋণ প্রভিশনাল প্লান্ট	১৫,৪৭,৭৮,২৮৯.০০
১৩	বিশেষ জমা	৫৭০০.০০	৪০	বাপবিবোর্ড অন্যান্য ঋণ	
১৪	গ্রাহকদের হিসাব খাতে পাওনা	৭,১৭,৭৭,৪৫৩.০০	৪১	মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (৩৭ হতে ৪০)	৪২২,১৪,৩৩,০৮৮.০০
১৫	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	(২,১৯,২৩,২০৭.০০)			
১৬	অন্যান্য হিসাব খাতে প্রাপ্য	১৩,৯২,৫৭,৯৮৭.০০	অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায়		
১৭	বৈদ্যুতিক মালামাল মজুদ	৭০,৮৯,৪৯,৭৭৮.০০	৪২	গ্রাহক জামানত	১৫,৩৬,০৬,০৮৯.০০
১৮	হাউজ ওয়্যারিং মালামাল মজুদ	৪৭৭৬.০০	৪৩	কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধাদি	৩১,০৬,৯৮,৩০৫.০০
১৯	অন্যান্য চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি	১,৪১,৮৩,০৭১.০০	৪৪	বীমা সংরক্ষণ / গ্রাহক জামানত সেচ	২২,৮৯,৯৫৬.০০
২০	মোট চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি (১০ হতে ১৯)	১২২,৮৮,০৪,১০০.০০	৪৫	মোট অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায় (৪২ হতে ৪৪)	৪৬,৬৫,৯৪,৩৫০.০০
বিলম্বে আদায় যোগ্য পাওনা			চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায়		
২১	সম্পত্তির অস্বাভাবিক ক্ষতি	১,৮২,৭৯,৭৩১.০০	৪৬	হিসাব খাতে প্রদেয়	৬,৫১,৫৬,২৯৫.০০
২২	প্রাথমিক সমীক্ষা খাতে ব্যয়	-	৪৭	সেচ গ্রাহকের অগ্রীম	
২৩	অশ্রেনীভুক্ত ব্যয়	২,৩৯,১১,৯০১.০০	৪৮	দীর্ঘ মেয়াদী পরিপক্ক ঋণের সুদ	২৮,০২,৭০,২০০.০০
২৪	সাময়িক সংযোগ সৃষ্টি ব্যয়	--	৪৯	দীর্ঘ মেয়াদী পরিপক্ক ঋণ	৬৪,১৭,৫৮,০১১.০০
২৫	অন্যান্য বিলম্ব পাওনা	৭০,৭৬,৬০০.০০	৫০	অন্যান্য চলতি ও পরিশোধ যোগ্য দায়	১,১৭,৩৮,৪৯৮.০০
২৬	মোট বিলম্বিত পাওনা (২১ হতে ২৫)	৪,৯২,৬৮,২৩২.০০	৫১	মোট চলতি ও পরিশোধ- যোগ্য দায় (৪৬ হতে ৫০)	৯৯,৮৯,২৩,০০৩.০০
			বিলম্বিত দেনা		
২৭	মোট সম্পত্তি ও অন্যান্য পাওনা (৫+৯+২০+২৬)	৫২৭,২১,৫৮,৬০৫.০০	৫২	অগ্রিম নিরাপত্তা জামানত	২৬,২৮,৭৩০.০০
			৫৩	নির্মাণের জন্য গ্রাহক অগ্রিম	৭,৩২,৯৬,০৪৯.০০
			৫৪	বিলম্বিত অন্যান্য দেনা	১১,৯৬,০৪,৮২৮.০০
			৫৫	মোট বিলম্বিত দেনা (৫২ হতে ৫৩)	১৯,৫৭,২৯,৬০৭.০০
			৫৬	মোট দায় ও বিবিধ দেনা (৩৬+৪১+৪৫+৫১+৫৪)	৫২৭,২১,৫৮,৬০৫.০০

পরিশেষে উপস্থিত সুধী মন্ডলী ও গ্রাহক সদস্যগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন।


(জনাব বীনা সরকার)
কোষাধ্যক্ষ, সমিতি বোর্ড
সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি- ২

গ্রাফ চিত্রে সমিতির অগ্রগতি

অর্থ বৎসর অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ

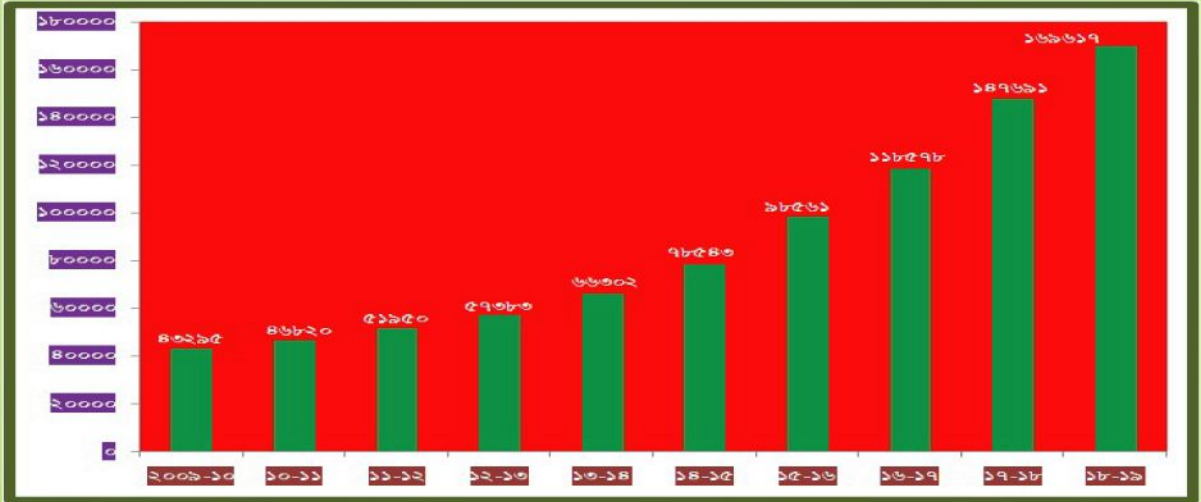
ক্রমপুঞ্জিত বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (কিঃ মিঃ)



→ অর্থ বৎসর

অর্থ বৎসর অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংযোগ

ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংযোগ



অর্থ বৎসর অনুযায়ী বিলকৃত ও আদায়কৃত অর্থ

বিলকৃত অর্থ (কোটি টাকায়)
আদায়কৃত অর্থ (কোটি টাকায়)

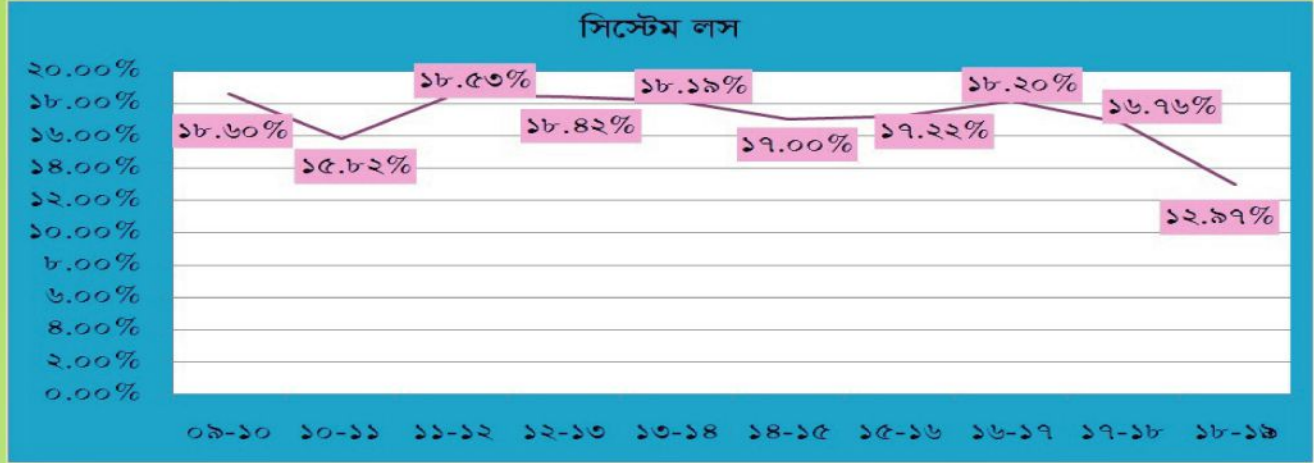


→ অর্থ বৎসর

নির্মিত লাইনের আশে-পাশে গাছপালা বেড়ে উঠতে দিবেন না।

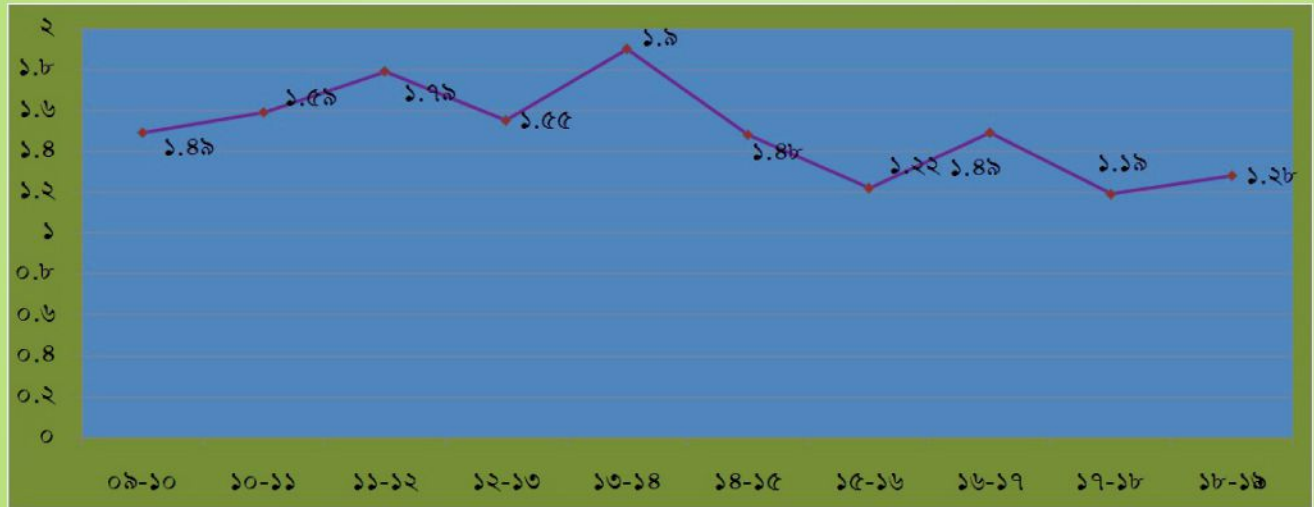
গ্রাফ চিত্রে সমিতির অগ্রগতি

রেখা চিত্রে অর্থ বৎসর অনুযায়ী সিস্টেম লস (%)

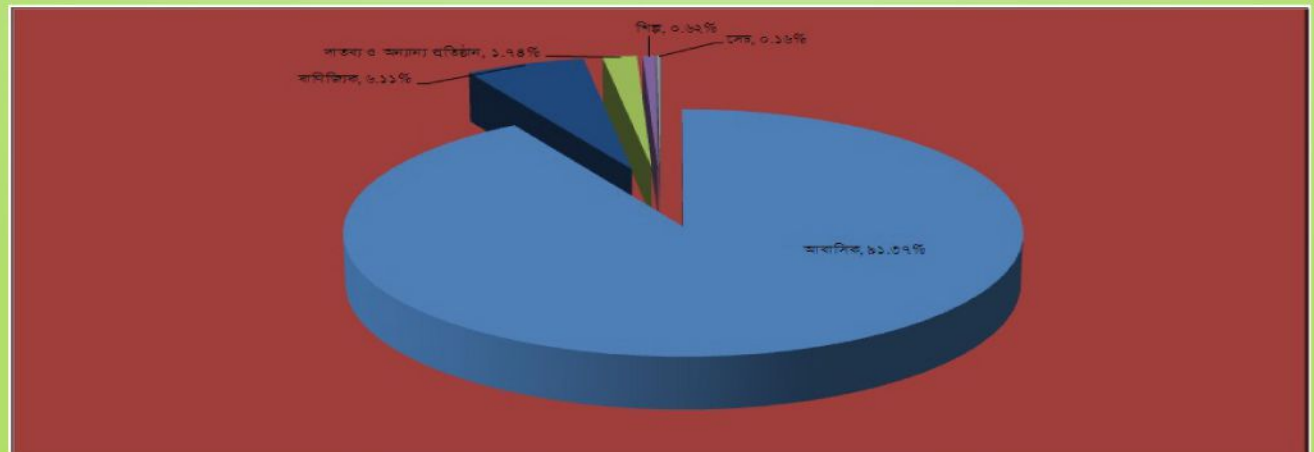


→ অর্থ বৎসর

অর্থ বছর ভিত্তিক বকেয়া মাস



শ্রেণী ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার (২০১৮-২০১৯) পর্যন্ত।





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞাপন বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব তৌফিক এলাহী চৌধুরী কর্তৃক তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি অর্জনে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার, পরিচালক (প্রশাসন) বাপবিবোর্ড ঢাকা এবং সিলেট পবিস-০২ এর জেনারেল ম্যানেজার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জেলার বিভিন্ন সরকারী অফিসের উদ্বর্তন কর্মকর্তাগণ।



সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কর্তৃক মহান বিজয় দিবস এর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন জনাব মো. আবু হানিফ মিয়া, জেনারেল ম্যানেজার সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।



সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ডিআইপি রেইটহাউস শুভ উদ্বোধন করেন বাপবিবোর্ড এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ) ও উনার সহ-ধর্মিনী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার ও উনার সহ-ধর্মিনী এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।



দরবস্ত বাজারে ইসলামী ব্যাংক আউটলেট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ জৈন্তাপুর উপজেলা শাখা জনাব মোঃ কামাল আহমদ ও জনাব মো. আবু হানিফ মিয়া, জেনারেল ম্যানেজার সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এবং ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তা ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।



সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কে ফতেপুর ইউনিয়নবাসী কর্তৃক নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন জনাব মো. আবু হানিফ মিয়া, জেনারেল ম্যানেজার। এ সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



সিলেট পবিস-২ এর আইএসও সনদ ও ইনোভেশন শোকেসিং এ বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক আলোর ফেরিওয়ালা প্রথম পুরস্কারের রেকর্ডিকা বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান এর নিকট হতে গ্রহণ করেন সিলেট পবিস-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া। এ সময় বাপবিবোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সকল পবিসের সিনিয়র জিএম/জিএম উপস্থিত ছিলেন।



বাংলাদেশ মেধা বিকাশ সোসাইটির উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া, জেনারেল ম্যানেজার সিলেট পবিস ২ জনতাপস ড. মাহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্মৃতি পদক ২০২০ এ ভূষিত হন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি, উদ্বোধক সাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রী, বিশেষ অতিথি অতিরিক্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় মহোদয় আরও অনেক সুধীজন, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সাংবাদিকবৃন্দ।



সিলেট পবিস-২ এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বিপিডিবি প্রধান প্রকৌশলী। এ সময় জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়াসহ পবিস ও বিপিডিবি এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



সিলেট পবিস-২ এর পেপারলেস বোর্ড মিটিং-এর স্থির চিত্র। স্থির চিত্রে জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া, সমিতি বোর্ডের সভাপতি জনাব মুদচ্ছির আহমদ-সহ সমিতি বোর্ডের অন্যান্য এলাকা পরিচালকবৃন্দ।



সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর “হয়রানীমুক্ত বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ” গণশুনানী ও মতবিনিময় সভা এবং উঠান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিলেট পবিস-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়াসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।



সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর মুজিব কর্ণার পরিদর্শন করেন সমিতি বোর্ডের সভাপতি জনাব মুদচ্ছির আহমদ এবং জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া।



জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ এর একুশের মিছিলে বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনারসহ সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জেনারেল ম্যানেজার এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।



নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি জনাব ফকির শরীফ উদ্দিন, পরিচালক পবিস মনিটরিং ও ব্যাংকিং (পূর্বাঞ্চল) পরিদপ্তর বাপবিবোর্ড এবং বিশেষ অতিথি মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট জোন, বাপবিবোর্ড। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া।



সিলেট পবিস-২ কর্তৃক আয়োজিত অমর ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে একুশের মিছিলে জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া, সভাপতি সমিতি বোর্ড এবং পবিসের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।



বাপবিবোর্ড কর্তৃক আয়োজিত জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলন ২০২০ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিভাগীয় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি, বিশেষ অতিথি মহাপরিচালক পাওয়ারসেল প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ হোসাইন ও বাপবিবোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্য মহোদয়গণ।



বাপবিবোর্ড কর্তৃক আয়োজিত জেনারেল ম্যানেজার সম্মেলন ২০২০ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. সুলতান আহমদ, সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিশেষ অতিথি ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম কিবরিয়া ও বাপবিবোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্য মহোদয়গণ।



জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিজয় শোভাযাত্রায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনারসহ সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জেনারেল ম্যানেজার এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।



সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জেনারেল ম্যানেজারের অফিস কক্ষে ডিআইজি কামরুল হাসান পিপিএম মহোদয় ও জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া।



সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া শারদীয় দুর্গাপূজার বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে কানাইঘাট উপজেলার রায়গড় দুর্গাপূজা উদযাপন পরিষদ এর মধ্যে কানাইঘাট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পবিসের অন্যান্য কর্মকর্তাদের স্থির চিত্র।



সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ২ এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৯ এ বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া, জেনারেল ম্যানেজার। স্থিরচিত্রে জৈন্তাপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, জৈন্তাপুর জনাব কামাল আহমদসহ প্রশাসন ও সমিতি বোর্ডের এলাকা পরিচালকগণকে দেখা যাচ্ছে।



সিলেট পবিস-২ কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শোক র্যালীতে জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া এবং পবিসের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।



মুজিব বর্ষ (২০২০-২০২১) উপলক্ষ্যে বৈদ্যুতিক কর্মপেশার দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির (রেগুলার ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেনিং) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২য় ব্যাচের শুভ উদ্বোধন করেন বাপবিবোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ)। স্থিরচিত্রে সিলেট পবিস-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া ও প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ আবু রায়হান, ডিজিএম (কারিগরি) ও পবিসের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।



“সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি”

বিদ্যুৎ অতীব প্রয়োজনীয় মূল্যবান বস্তু। বিদ্যুৎ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে অসাবধানতা ও অসতর্কতার কারণে প্রতিদিনই বিদ্যুৎ কর্মীসহ জনগণের প্রাণহানি ঘটছে যা অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক। তাই বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে ব্যবহারকারীর সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। মানসম্মত, নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য কিছু সতর্কবাণী উদ্ধৃত হলোঃ

- (১) ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত বা অন্য যে কোন কারণে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে গেলে, পোল পড়ে গেলে, লাইনের উপর গাছপালা পড়ে থাকলে তা স্পর্শ না করে নিজে নিরাপদ থাকুন, অন্যকে নিরাপদে রাখুন এবং জরুরী ভিত্তিতে নিকটস্থ বিদ্যুৎ অফিসে খবর দিন এবং লাল কাপড় টাঙ্গিয়ে দিন।
- (২) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন তৈরী ও মেরামতের সময় নিজে ও ছেলে-মেয়েদের নিরাপদ দূরত্বে থাকতে বাধ্য করুন। বাড়িতে/ঘরে কোন বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা/অগ্নিকাণ্ড ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে মেরিন সুইচ বন্ধ করে দিন।
- (৩) ভেজা হাতে বা খালি পায়ে কখনও সুইচ, সকেটে হাত দিবেন না। সকেটের ভিতর কোন তার বা কোন পরিবাহী পদার্থ ঢুকাবেন না।
- (৪) বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, খুঁটি অথবা টানা তারে কখনো হাত দিবেন না এবং লাইনের পাশে কখনও ঘুড়ি উড়াবেন না। এতে যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে।
- (৫) সার্ভিস ড্রপ তার/বৈদ্যুতিক তারে কাপড় শুকানো পরিহার করুন। বৈদ্যুতিক খুঁটি বা টানা তারে গবাদি পশু বাঁধবেন না এবং খুঁটি ও টানা তার সংলগ্ন মাটি কখনও সরাবেন না। এছাড়া বৈদ্যুতিক লাইনের খুঁটিতে ডিসের তার টানা এবং লাইনের কাছাকাছি ডিস এ্যান্টেনা স্থাপন পরিহার করুন।
- (৬) নিরাপত্তার স্বার্থে বিদ্যমান লাইনের উভয় পার্শ্বে ১০ ফুট করে গাছপালা কর্তনে অফিসকে সহযোগিতা করুন। বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে ঝুঁকিপূর্ণ গাছপালা/লতা জাতীয় সবজি রোপন পরিহার করুন।
- (৭) কোন ব্যক্তি বা জীবন্ত প্রাণী বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে গেলে তাকে স্পর্শ না করে প্রথমে শুকনো কাঠ বা বাঁশ দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধার করুন।
- (৮) পার্শ্ব সংযোগ ও অবৈধভাবে (ছকিং, মিটার টেম্পারিং, সার্ভিস ড্রপ ছিদ্রকরণ) বিদ্যুৎ ব্যবহার এর কারণে প্রাণহানিসহ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়া জেল-জরিমানাও হতে পারে। বিধায় অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার পরিহার করুন।
- (৯) আপনারাই সমিতির মালিক। তাই এর সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব সকলেরই। বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার/মালামাল চুরি প্রতিহত করুন।
- (১০) গৃহস্থালী ওয়্যারিং এর জন্য ভাল মানের ও সঠিক রেটিং এর তার ও সার্কিট ব্রেকার/ফিউজ ব্যবহার করুন। যন্ত্রপাতি ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই সঠিক মানের গ্রাউন্ডিং ব্যবহার নিশ্চিত করুন। ছেঁড়া/জোড়া তার দিয়ে ঘর ওয়্যারিং করবেন না, ট্রেটিংপূর্ণ সুইচ, সকেট ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না।
- (১১) নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন। অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে দালাল বা অন্য কারও নিকট টাকা না দিয়ে অফিসের নির্ধারিত ক্যাশ কাউন্টার/ব্যাংকে পরিশোধ করুন এবং সাথে সাথে সীল স্বাক্ষর যুক্ত রশিদ সংগ্রহ করুন।
- (১২) পিক আওয়ারে হিটার, ওভেন, ওয়েল্ডিং মেশিন, ইন্ট্রি, পানির পাম্প এবং শিল্প কারখানা চালানো থেকে বিরত থাকুন। প্রয়োজন শেষে বাতি, ফ্যান, টিভি ইত্যাদির সুইচ বন্ধ রাখুন। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাস্তব/যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।

জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন

সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৫	গাছবাড়ী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৯০০
হট লাইন নম্বর	০১৭৬৯-৪০৪০৫৫	সড়কের বাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৯০১
বিন্যাকান্দি অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৩১৯	পাড়ুয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৩২১
গোয়াইনঘাট এরিয়া অফিস	০১৭৬৯-৪০১৮৯৬	কোম্পানীগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০০৮০৩
হাদারপাড় অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৩২০	ইছাকলস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৯
শিবের বাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৮	ছনবাড়ী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৩১৮
সালুটিকর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৭	মমতাজগঞ্জ বাজার অভিযোগ কেন্দ্র	
কানাইঘাট অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০০৮০২		

সমিতির বোর্ড পরিচিতি



জনাব মুদচ্চির আহমদ
সভাপতি
মনোনিত এলাকা পরিচালক
উপজেলা-জৈন্তাপুর।



জনাব শাহিন আক্তার হাছিনা
সহ-সভাপতি ও মহিলা পরিচালক
সিলেট, সদর।



জনাব মনোয়ারা বেগম
সচিব সমিতি বোর্ড
মহিলা পরিচালক
উপজেলা-গোয়াইনঘাট



জনাব বীনা সরকার
কোষাধ্যক্ষ
মহিলা পরিচালক
উপজেলা-কানাইঘাট ও জৈন্তাপুর।



জনাব মোর্শেদ আলম
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০১
উপজেলা-কোম্পানীগঞ্জ।



জনাব মো. মুছব্বির আলী
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০২
উপজেলা-গোয়াইনঘাট।



জনাব মো. জামাল উদ্দিন
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৩
উপজেলা-গোয়াইনঘাট।



জনাব সমসির আহমদ
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৪
উপজেলা- জৈন্তাপুর।



জনাব মো. আব্দুল লতিফ
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৬
উপজেলা-কানাইঘাট।



জনাব মো. আব্দুল মালিক
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৭
উপজেলা-সিলেট সদর।



জনাব মো. গোলাম নবী
মনোনিত এলাকা পরিচালক
উপজেলা- কোম্পানীগঞ্জ।

নির্বাহী কর্মকর্তাগণের পরিচিতি



জনাব মো. আবু হানিফ মিয়া
জেনারেল ম্যানেজার
০১৭৬৯-৪০০০৭৭



জনাব প্রকৌশলী আবু রায়হান
উপ-মহা ব্যবস্থাপক(কারিগরি) সদর দপ্তর
০১৭৬৯-৪০২১২২



জনাব প্রকৌঃ মুহম্মদ শাহিন রেজা ফরাজী
উপ-মহা ব্যবস্থাপক, কানাইঘাট জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০০২৭০



জনাব প্রকৌঃ মো. সিরাজুল ইসলাম
উপ-মহা ব্যবস্থাপক, কোম্পানীগঞ্জ জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০০২৬৯



জনাব মো. আব্দুল হাফিজ
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সদর দপ্তর
০১৭৬৯-৪০০৭৯৭



জনাব এবিএম সাখাওয়াত উল্লাহ মিয়া
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (অর্থ) সদর দপ্তর
০১৭৬৯-৪০০৭৯৬



জনাব প্রকৌঃ মো. তৌহিদুর রহমান
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএডএম)
কোম্পানীগঞ্জ জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০০৮০০



জনাব মো. মুসা রহমান
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (সিসা সেবা) সদর দপ্তর
০১৭৬৯-৪০০৭৯৯



জনাব নাইমুর রহমান
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএডএম)
কানাইঘাট জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০০৮০০



জনাব রানা আহমেদ
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএডএম) সদর দপ্তর
০১৭৬৯-৪০০৭৯৮



জনাব রাশেদুলজামান
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএডএম)
গোরাইনঘাট সাব-জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০৭৩২২



জনাব রমিজুল ইসলাম
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএডএম)
শিবের বাজার সাব-জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০৭৩২৩



জনাব অসিম কুমার দাস
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ইএডসি) সদর দপ্তর
০১৭৬৯-৪০৭৩১৭

বাপবিবো, সিলেট



জনাব মো. সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী



জনাব সজিবুল হাসান
সহকারী প্রকৌশলী

উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান



জনাব মো. জাহিদুর রহমান
রিটেইনার প্রকৌশলী

আইন উপদেষ্টা



জনাব সীতাংশু শেখর দে

রিটেইনার ডাক্তার



জনাব মো. মোতাকিজুর রহমান



পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি,

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার সম্মানিত সভাপতি, পরিচালকমন্ডলী, উপস্থিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত সহকর্মীবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সমবেত সুধীমন্ডলী, “আসসালামু আলাইকুম”।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

বক্তব্যের প্রারম্ভেই শ্রদ্ধাবনত: চিত্তে স্মরণ করি হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত পুরুষ বাঙ্গালী জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ইতিহাসের মহানায়ক বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে। সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, ১৯৯৮ সালের ০৬ই মে নিবন্ধনের মাধ্যমে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় ঘেষে হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, নদী-নালা ও টিলা বেষ্টিত ০৭ টি উপজেলা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের অঞ্চল চেরাপুঞ্জির নিকটবর্তী হওয়ায় বছরের প্রায় ৮/৯ মাস বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয় এবং ২/৩ বার বন্যা হয়। স্বীকৃত ব্যতিক্রমধর্মী দুর্গম এলাকায় নানা প্রতিকূলতা ও শত বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর কল্যাণে অবহেলিত গ্রামগুলি আজ বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত। সারাদেশে ৮০টি পবিসের মধ্যে সিলেট পবিস-২ এর সাফল্য ও অগ্রগতি যে কোন পবিসের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

আগামী ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী “মুজিব বর্ষ” উদযাপন উপলক্ষ্যে “মুজিব বর্ষ পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ” এ অঙ্গীকার-কে সামনে রেখে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কর্তৃক বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে “আলোর ফেরিওয়ালা” কার্যক্রমের মাধ্যমে “শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” ও “ভিশন-২০২১” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রাহক সাধারণের দোরগোড়ায় বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দেয়া হচ্ছে বিধায় অত্র সমিতির আওতাধীন সকল উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ০৩টি উপজেলা সিলেট সদর, জৈন্তাপুর ও হাতক (আংশিক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শতভাগ বিদ্যুতায়ন এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৪টি উপজেলা কানাইঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও দোয়ারাবাজার (আংশিক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন এর অপেক্ষাধীন আছে। “মুজিব বর্ষ” ঝাকঝমকপূর্ণ ভাবে উদযাপন উপলক্ষ্যে পবিস সদর দপ্তরে মুজিব কর্ণার ও ডে-কেয়ার সেন্টার এবং মূল ফটকে মুজিব বর্ষের তোরণ স্থাপন করা হয়েছে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

বর্তমানে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর আওতাধীন সকল এলাকায় বিতরণ লাইন রক্ষণাবেক্ষণসহ সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। যার ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ এর লোড শেড, ফোর্সশেড ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটজনিত কোন সমস্যা নেই বললেই চলে। তাছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে এসেছে গতিশীলতা। গ্রাহকগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের জন্য আবেদন করছেন এবং নিয়মানুযায়ী অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে সকল সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলে গ্রাহক সাধারণ ও জনমনে বিদ্যুতের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আস্থা ও প্রানচঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং গ্রাহক প্রান্তে সমিতির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। যা বর্তমান সরকারের সাফল্যের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

উপস্থিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

গ্রামীন জনগণের জীবন যাত্রার মান ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে “লাভ নয়, লোকসান নয়” এই নীতিমালাকে সামনে রেখে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর আওতায় ১০০ এমডিএ বিশিষ্ট ০৭ টি উপকেন্দ্র, ০২ টি জোনাল অফিস, ০২ টি সাব-জোনাল অফিস এবং ০৮ অভিযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমিতির সূচনালগ্ন থেকে জানুয়ারি’২০২০ পর্যন্ত সমিতির ভৌগোলিক এলাকায় ৪৭৮০ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ১২১০টি গ্রামে ১,৬৫,০২৫টি আবাসিক, ১১,০২৭টি বাণিজ্যিক, ৩০৮৩টি দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ১১২৪টি শিল্প, ২৮৫টি সেচ ও ৫৮টি রাস্তার বাতিসহ সর্বমোট ১,৮০,৬০২ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

সম্মানিত উপস্থিতি,

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর অগ্রযাত্রাকে আরো গতিশীল রাখার স্বার্থে এবং গ্রাহক হয়রানী ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সমিতির সদর দপ্তরসহ সকল অফিসে “উঠান বৈঠক”, মোটিভেশনাল মিটিং, “গণশুনানী” করা হচ্ছে। তাছাড়া “DI (D-Drug Abuse, I-Illegal Gratification) কে না বলুন” সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক স্টিকার, লিফলেট বিতরণ, মাইকিং এবং প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ পবিসের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করা হচ্ছে। যার ফলে সমিতির সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত আছে। অদূর ভবিষ্যতেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে এবং উত্তম গ্রাহক সেবা প্রদানে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ নিরলসভাবে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী “মুজিব বর্ষ” উপলক্ষ্যে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কর্তৃক বিশেষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিজিটাল কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে নতুন সংযোগ সহজীকরণ করা হয়েছে ও গ্রাহকদের দুরারে গিয়ে সেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, All in One Pc স্থাপনের মাধ্যমে সেবার মান যাচাই করা হচ্ছে। এসএমএস এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত তথ্য অবহিত করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে হয়রানী রোধ ও সহজে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সুবিধার্থে বিভিন্ন এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও বিকাশের মাধ্যমে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সুযোগ গ্রহণ করে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ করছি।

সম্মানিত উপস্থিতি ও গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

বিদ্যুৎ অতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আবার বিপদজনকও বটে। নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে সততার সাথে উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। বিধায় নিরাপদভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারে আপনাদের সবাইকেও যত্নবান ও সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এছাড়া বৈদ্যুতিক লাইনে স্থাপিত ট্রান্সফরমার ও তারসহ অন্যান্য চুরি সমিতির অগ্রযাত্রাকে দারুনভাবে ব্যহত করে এবং সম্মানিত গ্রাহকগণকে আর্থিক ক্ষতির মধ্যে ফেলে। তাই আমি সকল গ্রাহক সদস্যগণকে সচেতনতার সহিত সমিতির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সহিত একাত্মতা ঘোষণা করে সহযোগিতা প্রদান পূর্বক সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ ধরণের চুরি প্রতিরোধে অংশীদার হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

উন্নত গ্রাহক সেবাসহ সমিতির সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রয়োজন। বিগত অর্থবছরে সমিতির ইউনিট প্রতি ক্ষতি ছিল ০.৫০ টাকা। তাই আর্থিক ক্ষতি হ্রাসকরণে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার রোধ এবং বৈদ্যুতিক লাইনের আশেপাশের গাছপালা কর্তনে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী দেশ ও জাতির শত্রু, তাই এদের প্রতিহত করা আমার-আপনার সকলের দায়িত্ব।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করায় মাননীয় মন্ত্রী ও এমপি মহোদয়সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, জেলা-উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিবৃন্দ কে সমিতি ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে সকলের সু-স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি, আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হউক।

(মোঃ আবু হানিফ মিয়া)
জেনারেল ম্যানেজার
সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি- ২।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, এমপি (সিলেট-০৪) মহোদয়ের সহিত সিলেট পবিস-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া এবং জনাব মোঃ মাহতাবুর রহমান (সিআইপি), চেয়ারম্যান, এনআরবি ব্যাংক ও সত্ত্বাধিকারী আল-হারামাইন গ্রুপ- এর স্থির চিত্র।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ড. এ.কে. মোমেন, এমপি (সিলেট-০১) মহোদয়ের সহিত সিলেট পবিস-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবু হানিফ মিয়া সহ সিলেট জেলার সকল অফিসের কর্মকর্তার সহিত মতবিনিময় সভার এর স্থির চিত্র।



আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে মানব বন্ধন কর্মসূচীতে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার সিলেট, পরিচালক দুর্নীতি দমন কমিশন ও সিলেট পবিস-২ এর জেনারেল ম্যানেজার এবং জেলা পর্যায়ের সকল অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ।

বিদ্যুৎ আইন ১৯১০ ও অতিরিক্ত সংখ্যা-২০১৮

(ফেব্রুয়ারি' ০৯, ২০০৬ ও ফেব্রুয়ারি' ১২, ২০১৮ তারিখের গেজেট মোতাবেক)

বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধনের কারণে বিদ্যুৎ আইন ১৯১০ ও অতিরিক্ত সংখ্যা ২০১৮-এর বিধান অনুযায়ী শান্তি/ জরিমানার বিবরণ আধুনিক যুগের মানুষের সুষ্ঠু, সুন্দর জীবনযাত্রার জন্যে বিদ্যুৎ আজ অপরিহার্য। সমিতির ভৌগলিক এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি, ধ্বংস এবং ক্ষতিসাধনের কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অর্থনৈতিকভাবে নাজুক পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে। এ পরিস্থিতিতে সমিতির গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। নীচে বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ ধ্বংস/ ক্ষতিসাধন-এর কারণে বিদ্যুৎ আইন ১৯১৮-এর বিধান অনুযায়ী শান্তি/ জরিমানার বিবরণ দেয়া হলঃ

সেকশন	অপরাধের বিবরণ	শান্তি/ জরিমানা
ধারা-৩২	বিদ্যুৎ চুরির দণ্ড।	(০১)। কোন ব্যক্তি বাসগৃহে বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে অনধিক থেকে ০৩(তিন) বছর কারাদণ্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। (০২)। কোন ব্যক্তি শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে অনধিক ০৩(তিন)বছর কারা দণ্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
ধারা-৩২	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দণ্ড।	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থাপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী, যেমন- পোল, টাওয়ারের অংশ বিশেষ, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার, ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ক্ষতিসাধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অন্যান্য ০২(দুই) বৎসর এবং অনধিক ০৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যান্য ৫০(পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯	অসাধু উপায়ে বিদ্যুৎ নিষ্কাশন, ভোগ বা ব্যবহার	০১ (এক) থেকে ০৩ (তিন) বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা।
ধারা-৩৯-ক	অসাধু উপায়ে বিদ্যুৎ নিষ্কাশন, ভোগ বা ব্যবহারের লক্ষ্যে যে কোন নকশা, কৌশল বা কৃত্রিম পদ্ধতি গ্রহণ	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানা।
ধারা-৪০	উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিদ্যুৎ অপচয় করলে বা ঘুরিয়ে দিলে বা বিদ্যুৎ বন্ধের উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ লাইন বা পূর্তকর্ম কেটে দিলে বা অনিষ্ট করলে বা কাটতে বা অনিষ্ট করতে পদক্ষেপ নিলে	০১ (এক) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধ করলে ০৩(তিন) থেকে ০৫(পাঁচ) বছরের জেল এবং ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
ধারা-৪০-ক	কোনও বিদ্যুৎ সরবরাহ সিস্টেম হতে লাইন সামগ্রী, টাওয়ারের অংশ, যন্ত্রপাতি চুরি	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
ধারা-৪১	ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির অবৈধভাবে বিদ্যুৎ লাইন প্রদান	০১ (এক) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধের জন্য ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ১,০০০.০০ করে জরিমানা।
ধারা-৪২	বিদ্যুতের অবৈধ ক্রটিপূর্ণ সরবরাহ বা আদেশ প্রতিপালন না করা	০১ (এক) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধের জন্য ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ১,০০০.০০ টাকা করে জরিমানা।
ধারা-৪৪	মিটার বা লাইসেন্সের পূর্তকর্মে বাধা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যুতের অনুচিত ব্যবহার	০১ (এক) থেকে ০৩ (তিন) বছরের জেল এবং ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধের জন্য ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ৩,০০০.০০ টাকা হাজার টাকা করে জরিমানা।
ধারা-৪৪-ক	লাইসেন্সের (বিপিডিবি/বিআরইবি/ডেসা এবং অন্য লাইসেন্স) কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক কতিপয় অপরাধে সহায়তা করা (ধারা-৩৯,৩৯-ক,৪০,৪০-ক, ৪১,৪২,৪৩ এবং ৪৪-এর আওতায়)	উল্লেখিত ধারা সমূহের আওতায় যে কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তার জন্য উল্লেখিত ধারা সমূহের আওতায় অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড।
ধারা-৪৫	সরকারী ল্যাম্প (বাতি) নির্বাণ	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
ধারা-৪৬	অবহেলাভরে বিদ্যুৎ নষ্ট করা বা পূর্তকর্মের অনিষ্টসাধন করা	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা।
ধারা-৪৭	ধারা-৩৯ থেকে ৪৬-এর অন্তর্ভুক্ত অপরাধ ছাড়া বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অন্য কোন অপরাধ করা	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ৫,০০০.০০ হাজার টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধের জন্য ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ৫০০.০০ টাকা করে জরিমানা।

“মানুষের কল্যাণের জন্যই আইন”



সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২